যুগান্তর

তারিখ 24 MAR 2007
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৩

ইন্টারনেটে ভার্চুয়াল পাঠাগার

আগামীর তথ্যভাণ্ডার

সন্দীপন বসু

কম্পিউটারপ্রেমী বইয়ের পোকা যারা তাদের বহুকালের দাবি এমন একটি লাইব্রেরির, যে লাইব্রেরিটি হবে বিশাল কিন্তু ঝঞ্ঝাটমুক্ত। লাইব্রেরিতে শ্রেণীবদ্ধভাবে অনুসন্ধানযোগ্য করে রাখা হবে সারি সারি বই। এ বইগুলো পড়া যাবে যখন তখন, বই ফেরত দেওয়ার জন্য যে লাইব্রেরিতে থাকবে না কোনও তাড়া। প্রযুক্তির কল্যাণে বইপ্রেমীদের এসব চাহিদা এখন প্রায় হাতের নাগালে। সদ্য চালু হওয়া ভার্চুয়াল ডিজিটাল লাইব্রেরিগুলো অবসান ঘটাচ্ছে পুরনো লাইব্রেরির সব ধ্যানধারণা। স্থাপন করছে জ্ঞানের ভাণ্ডারকে সবার দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য সহজলভ্য কিন্তু বৈপ্লবিক রীতিপদ্ধতি।

ডিজিটাল লাইব্রেরির জগতে : ডিজিটালের এই যুগে প্রাথমিক চাপটা পড়েছিল তথ্যপ্রাপ্তির সুযোগকে সহজ করার ওপর। ফলে উদ্ভাবিত ও চালু হয় লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার। এর মূল লক্ষ্যটি ছিল এর মাধ্যমে কোনও রকম সমস্যা ছাড়াই যাতে জ্ঞানপিপাসু মানুষ প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারে। পরে ওই একই লাইব্রেরি সফটওয়্যারটির কর্মক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে লাইব্রেরির বইপত্র, প্রাচীন ও আধুনিক দলিল দস্তাবেজ ও তথ্যাদি সুবিন্যস্ত করার কাজে। এসব নানামুখী পদক্ষেপ ও নিত্যনতুন কলাকৌশল আবিষ্কারের ফলে ক্রমাগতই বেড়েছে লাইব্রেরি সফটওয়্যারটির মান।

ক্রমে পাঠকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করতে এই সফটওয়্যারটির অধীনে বহু প্রাচীন গ্রন্থ ও দলিল দস্তাবেজ অবমুক্ত করা হয়েছে সাধারণ মানুষের জন্য। আর এভাবেই ডিজিটাল লাইব্রেরিগুলো এখন তাদের সংগৃহীত ভাণ্ডার সঞ্চয় করছে, পরিচালনা করছে এবং অনলাইনের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছে তাদের তথ্যপ্রযুক্তির ভাণ্ডার। শুধু তাই নয়, ডিজিটাল ইমেজিং প্রযুক্তিবিদ্যা এখন প্রাচীন সাহিত্যকে নতুন জীবন দেওয়া এবং সেগুলোকে আরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এরকম মূল্যবান দলিলের ডিজিটাল কপি এখন ব্যবহার করা যাচ্ছে কোনও প্রকার বিকৃতি ছাড়াই এবং প্রায় বিনে পয়সায়।

গুগলস বুকস্ লাইব্রেরি প্রজেক্ট : ভার্চুয়াল লাইব্রেরির পথপ্রদর্শক বিশ্বখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন গুগল আবারও তার 'গুগলস বুকস্ লাইব্রেরি প্রজেক্টকে' বর্ধিত করার ঘোষণা দিয়েছে। ২.৫ মিলিয়ন বইয়ের তাদের এ সংগ্রহশালায় এবার আরও যুক্ত হচ্ছে নতুন এক মিলিয়ন বই। গুগলের এ সংগ্রহশালায় ইতিমধ্যে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি, নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি, হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি, কমপ্লুটেনস অব মাদ্রিদ এবং দ্য ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার বই গুগলের নিজস্ব ভার্চুয়াল ডিজিটাল লাইব্রেরিতে শোভা পেতে শুরু করেছে।

এছাড়া সম্প্রতি আর অস্টিনের টেক্সাস ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরির সঙ্গে গুগলের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। আর এ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত এক মিলিয়নের বেশি বই সংযুক্ত হতে যাচ্ছে গুগলস বুক লাইব্রেরিতে। ফলে ক্রমেই বইয়ের বিশাল সংগ্রহের দিকে ধাবিত হচ্ছে গুগলের লাইব্রেরি। গুগলের এ লাইব্রেরিটিকে সাজানো হয়েছে দুই ক্যাটাগরিতে। কিছু বই বিনামূল্যে পড়া এবং ডাউনলোড করা যায় আর কপিরাইটের বইগুলোর ক্ষেত্রে টাকা খরচ করতে হয়। বর্তমানে গুগলের লাইব্রেরিতে কেবল ইংরেজি ভাষার বই পাওয়া যাচ্ছে। তবে সামনে আরও বিভিন্ন ভাষার গুগল ভার্চুয়াল লাইব্রেরির কার্যক্রম চালানোর আশাবাদ ব্যক্ত করেন গুগলের কর্মকর্তারা।

ব্যয় হবে অনেক কম : ভার্চুয়াল ডিজিটাল লাইব্রেরি ব্যবহার করতে ব্যবহারকারীদের খরচ প্রায় পড়বে না বললেই চলে। আর লাইব্রেরি গড়ে তুলতেও খরচ যাচ্ছে কমে। ব্যাপকভাবে ভার্চুয়াল লাইব্রেরির প্রযুক্তি হাতের নাগালে চলে এলে কমে যাবে আনুষঙ্গিক রসদ ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের খরচের পরিমাণ। লাইব্রেরিতে বই অন্তর্ভুক্তির জন্য যে স্ক্যানিং মেশিন ব্যবহার করা হচ্ছে এটি প্রতি মিনিটে কপি করতে পারে প্রায় দুই হাজার মতো পৃষ্ঠা। মোটকথা, প্রযুক্তিবিদ্যা যতই উন্নত হচ্ছে, একই সঙ্গে কমে আসছে এ ধরনের উদ্যোগে ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ।

এগিয়ে যাচ্ছে আরও অনেক কাজ : ভার্চুয়াল লাইব্রেরি তৈরির কাজে ইতিমধ্যে গুগল ছাড়াও এগিয়ে এসেছে মাইক্রোসফট ও লাইব্রেরি অব কংগ্রেস। মাইক্রোসফট আর ব্রিটিশ লাইব্রেরি ইতিমধ্যে ২.৫ মিলিয়ন বই ডিজিটালাইজ করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। পিছিয়ে নেই লাইব্রেরি অব কংগ্রেসও। তবে ভার্চুয়াল লাইব্রেরি গড়ে তোলার কাজে গুগল সবার চেয়ে অনেক এগিয়ে। কিছুদিন আগেও সবার ধারণা ছিল ভার্চুয়াল লাইব্রেরিগুলো স্থায়ী লাইব্রেরির বিকল্প কিছুতেই হতে পারবে না। এ কথার পেছনে সবচেয়ে বড় যে যুক্তিটি ছিল তা হচ্ছে, কপিরাইট সমস্যা। কিন্তু ইতিমধ্যে গুগল এ অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। তাদের কার্যক্রম দেখে মনে হচ্ছে টিকে থাকতেই এসেছে ডিজিটাল এ ভার্চুয়াল লাইব্রেরি প্রযুক্তি। এখনও যদিও কিছু ছোটখাটো সমস্যা আছেই, তবে ভার্চুয়াল লাইব্রেরির কাজে যে অগ্রগতি তাতে এসব সমস্যা দূর হতে কতক্ষণ!

ইন্টারনেট আর্কাইভসের প্রতিষ্ঠাতা ব্রেস্টার কাহেলের মন্তব্য, 'ডিজিটাল লাইব্রেরিগুলো টিকে থাকতেই এসেছে। এর যাত্রা সবে হয়েছে শুরু। কোথায় যে তার শেষ কেউ বলতে পারবে না।'